১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্রে' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ছিন্নপত্রে' তখন রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৫১টি চিঠি সংকলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই চিঠিগুলো সংকলন ও সম্পাদনা করেন। ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলেন সেই সমস্ত চিঠি থেকে ১৪৩টি চিঠি বেছে নেন এবং এর সঙ্গে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ৮টি চিঠি যোগ করে 'ছিন্নপত্র' নাম দিয়ে চিঠিগুলো প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠিগুলো সম্পাদনা করলেও, সেই চিঠিগুলো সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পাননি।

১৮৯৫ সালের ১১ মার্চ শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লেখেন, 'আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য সম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন পূর্ব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোক ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে।'

কিন্তু ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছামতোন সমস্ত চিঠিগুলো সরাসরি ফেরত দেন নি। ইন্দিরা দেবী নিজের পছন্দ অনুযায়ী চিঠিগুলো নির্বাচন করে দুটি খাতায় নিজ হাতে নকল করে সুন্দরভাবে বাঁধাই করে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। ইন্দিরার কাছে থেকে উপহার পাওয়া দুটি খাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিগুলো নির্বাচন করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীরে কাছ থেকে সরাসরি সমস্ত চিঠি ফেরত পেলে হয়তো চিঠি নির্বাচনে হেরফের হতে পারতো। এই খাতা দুটো অবলম্বনে ১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশকালে 'ছিন্নপত্রে' ১৫১টি পত্র সংকলিত হলেও, বর্তমান কংকলনে ১৫৩টি পত্রের সন্ধান মেলে। তথাপি নতুন কোনো পত্র সংযোজিত হয় নি। ১৩১৯ সালে প্রকাশিত ছিন্নপত্রের সংস্করণে ৭ডিসেম্বর ১৮৯৪ সনের পত্র এবং ১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪ সনের পত্র, অভিন্ন পত্র হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে পত্র দুটিকে পৃথক করে তাদের পত্রসংখ্যা করা হয়েছে ১৩২ এবং ১৩৩। ১৩২ সংখ্যক পত্র শুরু হয়েছে এইভাবে 'শুক্রসন্ধ্যার চরে যখন একলা বেড়াই, খানিকবাদে শ-প্রায় আসে। কালও সে এসেছিল।.....'

১৩৩ সংখ্যক পত্র শুরু হয়েছে এইভাবে—'সকাল-সকাল বেড়াতে বেরোই। যতক্ষণ না শ- আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্তশীতল করে নিই। .....' আবার ১৩১৯ সালে ছিন্নপত্রের প্রকাশকালে ৯ জুলাই ১৮৯৫ সনের পত্র এবং ১০ জুলাই ১৮৯৫ সনের পত্র, অভিন্ন পত্র হিসাবে ছাপা হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সেই চিঠি দুটো পৃথক করা হয়েছে এবং তাদের পত্রসংখ্যা করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪৬ এবং ১৪৭। ১৪৬ সংখ্যক পত্র শুরু হয়েছে এইভাবে—'এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি।.....' ১৪৭ সংখ্যক পত্র শুরু হয়েছে এইভাবে—'সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার; গুরু গুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগুলো দুলে উঠছে।....' এইভাবে বর্তমান সংস্করণে চারটি চিঠি পৃথক করা হয়েছে এবং মোট পত্রসংখ্যা হয়েছে ১৫৩টি।

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথকে যে সমস্ত চিঠি ফেরত দিয়েছিলেন, সেই চিঠিগলোর মধ্যে স্থান বিশেষ যেমন বাদ দিয়েছেন তেমন আবার কিছু কিছু শব্দেরও পরিবর্তন করে থাকতে পারেন বলে আমরা মনে করতে পারি। আর অনেক চিঠিতো বর্জন করেছেনই।

❑ গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন

চিঠিগুলোর স্থান বিশেষ যে বাদ দিয়েছেন, তাতে বেশ কিছু চিঠি রসোত্তীর্ণ হলেও, বেশ কিছু চিঠির রসহানিও ঘটেছে। উদাহরণ হিসাবে ১০ সংখ্যক চিঠিটার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ, নানান অকারণ আশঙ্কায় মানুষের মন কিভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তার বর্ণনা আছে। অহেতুক এইসব আশঙ্কা সম্পর্কে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে এসেছে দার্শনিক উপলব্ধি—'.....কাল সমস্তক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন-সকল অসম্ভব এবং অসংগত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না, যে, আজ তা স্মরণ করে হাসিও পাচ্ছে লজ্জাও বোধ হচ্ছে—অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে যেদিন এইরকম ঘটনা হবে ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমিও অনেকবার বলেছি, বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিষ নয়, ওটা এখনো আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজড হয়ে যায় নি।'

এরপর মূল চিঠির কিছু অংশ বাদ দিয়ে ইন্দিরা দেবী পরের অনুচ্ছেদ নকল করেছেন? এমন বর্জনের ফলে স্বাভাবিক ভাবে রসহানি হয় নি মনে হলেও, বর্জনাংশে নতুন কোন তথ্য ছিল কিনা পাঠক জানতে পারে না। সৌমেন্দ্রনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন, দ্বিতীয় '.....অনুচ্ছেদটিতেও রবীন্দ্রনাথ মানব-জীবনের অসংখ্য দুঃখকষ্টের উল্লেখ প্রসঙ্গে পূর্ব অনুচ্ছেদের সূত্র ধরে প্রবাসে বসে বাড়ি থেকে চিঠি না পাওয়ার উদাহরণ টেনে এনেছেন। ফলে দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বক্তব্য বিষয়ের একটা প্রবহমানতা রক্ষিত হয়েছে বুঝতে পারা যায়। এক্ষেত্রে তাই পত্রমধ্যাংশ বর্জনের মধ্যে ইন্দিরা দেবীর কৃতিত্বই স্বীকার করতে হয়। যদিও বর্জিতাংশে রবীন্দ্রনাথ নতুন কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলেন কিনা, এবং যদি করে থাকেন তা হল তা বর্জন করায় কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থাকি।'

ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিগুলো যেমনভাবে পেয়েছেন এরপর রবীন্দ্রনাথ পরিমার্জন করেছেন এবং প্রয়োজনে বাদ দিয়েছেন। ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে কতটা বাদ দিয়েছেন তা জানার জন্য শান্তিনিকেতনে রক্ষিত ইন্দিরা দেবীর স্বহস্তে নকল করা পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ করলে অনুভব করা থাকে। সাধারণভাবে জানার জন্য, 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী'র পাঠ মিলিয়ে পড়লেও বোঝা যেতে পারে। 'ছিন্নপত্রে'র ১০৩ সংখ্যক চিঠি, 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ১২০ সংখ্যক চিঠি হয়েছে।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রচলিত সংস্করণে চিঠিটি ছিন্নপত্রে ৫৩টি লাইনে মুদ্রিত হয়েছে। অপরদিকে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে চিঠিটি ৭২টি লাইনে মুদ্রিত হয়েছে। সুতরাং এখনি থেকে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীর নকল করা চিঠির অনেক অংশই বর্জন করেছেন। আবার ইন্দিরা দেবীও রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠির অনেক অংশে বর্জন করেছেন। এই চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদের পরে এবং শেষ অনুচ্ছেদের আগে কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। এই বাদ দেওয়া অংশ বোঝাতে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে '.....'-এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' সম্পাদনারকালে রবীন্দ্রনাথকে সহযোগিতা করেছিলেন আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

এখন প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠির অনেক অংশ বর্জন করে রবীন্দ্রনাথকে ফেরত দিলেন কেন? কেনই বা ইন্দিরা দেবী তাঁকে লেখা সমস্ত চিঠি রবীন্দ্রনাথকে ফেরত দিলেন না? আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির যে অংশগুলো ইন্দিরা দেবীর ভালো লাগে নি বা পছন্দ করেন নি এবং যে চিঠিগুলো পছন্দ করেন নি সেগুলো রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় ফেরত দেন নি। তাই নিজের মতোন করে চিঠিগুলো নকল করে ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথকে ফেরত দেন।

এখন প্রশ্ন ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে চিঠিগুলো পেয়ে এবং শ্রীশচন্দ্রের মূল চিঠি থেকে পুনরায় পরিমার্জন এবং বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে স্থান দিলেন কেন? এর উত্তরে আমরা বলবো সাহিত্যিক পত্রে রূপান্তরের সময়, নৈর্ব্যক্তিক রসানুভূতির উপর যতটা সম্ভব গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চারদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউডস্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রড্‌কাস্ট্ করা সয়না।'